দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 24 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৩ ...

৭।

কেমন আছেন বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা

বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী প্রায় সম্পূর্ণভাবে মাসিক বেতনের সরকারী অংশের উপর নির্ভরশীল। অথচ বেতন প্রদানের সরকারী যে নিয়ম চালু রয়েছে তাতে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এক মাসের বেতন শিক্ষকদের হাতে এসে পৌঁছে। ফলে শিক্ষকদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। শিক্ষক নিজে মানুষ গড়ার কারিগর হয়েও একমাত্র আর্থিক অনটনের কারণে নিজের সন্তানকে গড়ার তেমন কিছুই করতে পারছেন না। আমাদের দেশের শতকরা আশিটি স্কুল-কলেজ বেসরকারী। সমমানের যোগ্যতা নিয়ে সরকারী স্কুল-কলেজে যারা শিক্ষকতা পেশায় আসেন তাঁদের অবস্থা সোনায় সোহাগা। সামাজিক অবক্ষয়ের এ যুগে শিক্ষকদেরকে এখনও সমাজ কিছুটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কিন্তু মাসের পর মাস বেতন পাওয়া না গেলে একজন শিক্ষক কিভাবে বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে তাঁর ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করবেন? যে দেশে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকে এ শিক্ষা খাতে। অথচ সে দেশেরই প্রায় অধিকাংশ শিক্ষক জানুয়ারী মাসের বেতন পায় মার্চের শেষ সপ্তাহে। সত্যিই সেলুকাস! কি বিচিত্র এ দেশ! আর কি বিচিত্র এদেশের প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম! মানুষ গড়ার গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত যে শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন যাবত তারা অবহেলিত ও নিগৃহীত। স্বাধীনতা-উত্তর যতগুলো সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তারা কেউ বেসরকারী শিক্ষকদের আর্থিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যা নিরসনের কোন পন্থা অবলম্বন না করায় দরিদ্রতা সংক্রমিত ব্যাধির ন্যায় শিক্ষকদের সাংসারিক জীবনে ভর করেছে। হতাশা ও বিষন্নতা যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী তাদের সর্বাঙ্গে হতাশার ক্ষতচিহ্ন তাদের পক্ষে শ্রেণীকক্ষে সৃজনশীল সৃষ্টিধর্মী পাঠদান কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

মনীষী ডক্টর আবুল ফজলের ভাষায় "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর কারখানা আর রাষ্ট্র ও সমাজদেহের সব চাহিদার সরবরাহ কেন্দ্র। এখানে ত্রুটি ঘটলে জাতিকে পঙ্গু না করে ছাড়বে না।" এমতাবস্থায় জাতিকে পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার মানসে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ আবুল কাশেম
সিনিয়র শিক্ষক, শ্রীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়,
ডাকঘর- শ্রীনগর- ১৫৫০, জেলা-মুন্সীগঞ্জ।